11

আজকের কাগজ

তারিখ ...22 OCT 1994...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের ১০১তম সভা

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রশ্নে দ্বিমত ॥ রাজনৈতিক তৎপরতা আরো ৩ মাসের জন্যে বন্ধের সিদ্ধান্ত

শাহ আরিফ নিশির ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০১ তম সিন্ডিকেটের সভায় বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রশ্নে কোনো সিদ্ধান্ত হলো না। তবে বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক তৎপরতা আরো ৩ মাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে লক্ষাধিক টাকা চাঁদা দাবি করে চিহ্নিত চাঁদাবাজরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ নির্মাণকারী ঠিকাদারদের মারধোর করলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এর ফলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১১ সেপ্টেম্বর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস প্রতিরোধ কমিটি অবৈধ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে ৭২ ঘন্টার হরতাল আহবান করলে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। সে সময় ভিসি'র নির্দেশে সিলেবাস প্রতিরোধ কমিটির ৭ দিনের প্রতিরোধ কর্মসূচির শেষ দিন অবরোধ কর্মসূচি পালনকালে পুলিশ বেধরক লাঠিপেটা করে সাংবাদিকসহ ছাত্র-ছাত্রীদের। তারপর দীর্ঘ মাসাধিককাল অতিবাহিত হয়ে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০০ নম্বরের বাধ্যতামূলক ইসলামী শিক্ষা কোর্স বাতিল তো করেইনি এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্তও নেয়নি। উপরন্তু চলতি অক্টোবর মাসে সিন্ডিকেটের ১০১ তম অধিবেশনে উপাচার্য আব্দুল হামিদ বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নতুন করে আরো ৩ মাসের জন্যে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা ছিলো সিন্ডিকেট অধিবেশনে বর্তমান সিলেবাস সংশোধনের নামে ২০০ মার্কের ইসলামী শিক্ষা কোর্স বাতিল ও অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত নেবে। অপরদিকে মিথ্যা চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত ছাত্রলীগের সভাপতি আফছারসহ ৩ নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার এবং গত আগস্ট মাসে চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের নির্মম হামলায় আহত বহিষ্কৃত ছাত্রলীগ নেতা আফছার যে এখন ঢাকায় পঙ্গুত্বের অভিশাপ নিয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে তার চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের ও গত ২ অক্টোবর চিহ্নিত চাঁদাবাজ কর্তৃক ঠিকাদার জয়নাল ও বাদশা আহত হবার ঘটনার দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত নেবে এটা ছিলো সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মহলের প্রত্যাশা। কিন্তু বাস্তবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সভায় মিলিত হয়ে উপরোল্লিখিত বিষয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পাস কাটিয়ে এমন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ইতিপূর্বেও সিন্ডিকেট তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। ইতিপূর্বে ছাত্র রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া সত্ত্বেও দেখা গেছে, বিরোধী দলীয় ছাত্র সংগঠনগুলো সে সিদ্ধান্ত মেনে চলেছে। কিন্তু সরকারি দলীয় ছাত্র সংগঠন ও মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনগুলো সে সিদ্ধান্ত অবজ্ঞা করে মিছিল সমাবেশ করেছে। যার জের ধরে ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রদল শিবিরের সংঘর্ষ কুষ্টিয়া ও ঝিনেদা শহরেও বিস্তার লাভ করেছিলো। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠন ও সিলেবাস প্রতিরোধ কমিটি অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া ও অবৈধ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে কুষ্টিয়া ও ঝিনেদা জেলার বিভিন্ন থানা পরিষদ ঘেরাও ও থানা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালন অব্যাহত রেখেছে।